ক্বাসাসুন্নাবিয়্যীন ও আরবী সাহিত্যের অন্যান্য কিতাব পাঠদান-পদ্ধতি

শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা ২০২৬ইং, মাদরাসাতুল ইহসান আল-আরাবিয়া, উত্তরা ঢাকা

সাহিত্যের সংজ্ঞা:

'সাহিত্য' হলো, ভাষার শৈল্পিক প্রকাশ; যা আবেগ, অনুভূতি, চিন্তা ও কল্পনার সৃজনশীল বহিঃপ্রকাশের মাধ্যেমে মানুষের জীবন, সমাজ ও সংস্কৃতি তুলে ধরে।

আর যা মানুষের সৌন্দর্যবোধ ও অভিব্যক্তিকে আনন্দ দেয়, পুলকিত ও শিহরিত করে তাই শিল্প।

মানুষের মন ও প্রকৃতি সর্বদা শৈল্পিকতা খুঁজে, শৈল্পিকতায় আনন্দ পায়। তাই শিল্প মানব-জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমরা শিল্পের বহিঃপ্রকাশ দেখতে পাই। শৈল্পিক বোধ ও উপলব্ধিই মানুষের জীবনকে অন্যান্য প্রাণী থেকে আলাদা করে রেখেছে।

সৃষ্টিগত প্রকৃতি ও মনস্তত্ত্বের চাহিদা থেকেই মানুষ অন্যান্য সকল বিষয়ের ন্যায় ভাষার ক্ষেত্রেও শিল্প খুঁজে, শিল্প দ্বারা প্রভাবিত ও আনন্দিত হয়। ভাষার এই শিল্পকেই বাংলায় 'সাহিত্য' বলে ব্যক্ত করা হয়। আর আরবীতে أدب বলা হয়।

الأدب هو فن التعبير والإنشاء، وخلاصة التجارب الإنسانية المزركشة بجمال الألفاظ والمزدانة بجلال المعاني، بوشي من خيال وحلة من عاطفة.

আরবী সাহিত্যের কিতাব পাঠদানের প্রয়োজনীয়তা:

যেহেতু ইসলামী উলূমের প্রধান দুই উৎস তথা কুরআন ও সুন্নাহ সাহিত্যমানের দিক থেকে সর্বোচ্চ আসনে সমাসীন এবং যুগে যুগে লিখিত ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের অধিকাংশ কিতাবই বিষয়বস্তু ছাড়াও সাহিত্যমানে কালোত্তীর্ণ তাই ইলমে দীনের ধারক-বাহক হিসেবে আরবী সাহিত্য পঠন-পাঠন আমাদের জন্য অপরিহার্য।

আরবী সাহিত্যচর্চা আমাদেরকে দুটি উদ্দেশ্য করতে হবে। একটি হলো, ইসতেফাদাহ। অর্থাৎ কুরআন-সুন্নাহ ও আরবী ভাষায় লিখিত ইলমী ও আদবী কিতাবাদি যথাযথভাবে বুঝা।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হলো, ইফাদাহ অর্থাৎু রআন-সুন্নাহ ও সুবিশাল ইসলামী জ্ঞানভাণ্ডার থেকে আহরিত জ্ঞানকে সাহিত্যমানে উন্নীত লিখনী ও বক্তৃতার মাধ্যমে যুগ ও সময়ের চাহিদা অনুযায়ী বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেয়া। একজন সচেতন, চিন্তাশীল ও মেধাবী আলিমে দীনের জন্য শুধু প্রথম উদ্দেশ্যে আরবী ভাষা ও সাহিত্য শিখেই ক্ষান্ত থাকা মোটেও সমীচীন নয়। যেকোনো ইলমী কাজ বিশ্বব্যাপী বিস্তৃতি ও স্থায়িত্ব লাভ করার জন্য তা আরবীভাষায় হওয়া অধিক বাঞ্ছনীয়। কারণ স্বয়ং আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে কুরআন সংরক্ষণ করার অন্তরালে, আরবীভাষা সংরক্ষণ করা ও অক্ষুণ্ন রাখার প্রতিশ্রুতি রয়েছে। দুনিয়ার অন্য কোনো ভাষার ক্ষেত্রে এ প্রতিশ্রুতি নেই। এজন্যই আমরা দেখতে পাই, একটি ভাষা এক-দুই শতাব্দীর ব্যবধানেই পরবর্তীদের জন্য অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হয়ে যায়। পক্ষান্তরে বিগত দেড় হাজার বছরেও আরবীভাষার মৌলিক কোনো পরিবর্তন নেই। যা দুনিয়ার সকল ভাষাবিজ্ঞানীকে বরাবরই হতবাক করে আসছে।

আরবী সাহিত্যের কিতাব পাঠদানের আদর্শ পদ্ধতি:

ভাষার শেখানোর প্রথম দিকে যেই ধারা ও পদ্ধতি অবলম্বন করে ভাষা শেখানো হতো, আরবী সাহিত্যের ক্ষেত্রে ধারা ও পদ্ধতি অনেকটাই পরিবতর্ন হয়ে যাবে। প্রথম দিকে শুরুতেই কিছু শব্দ মুখস্থ করানো হয় এরপর নির্দিষ্ট নিয়ম-কানুনের আলোকে বাক্য গঠন করা শেখানো হয়, এরপর সেই বাক্যগুলোর আলোকে আরও কিছু বাক্য পড়ানো ও তামরীন করানো হয়। কিন্তু সাহিত্যের কিতাবে এই ধারা থাকবে না। সেখানে শুরুতেই আসবে কিছু নুসূস বা মূল পাঠ। এর উপর বেশ কিছু মেহনত করাতে হবে।

উপরে যে আরবী সাহিত্যের কিতাব পাঠদানের দুটি উদ্দেশ্যের কথা বলা হয়েছে; ইফাদাহ ও ইস্তিফাদাহ, এই দুটি উদ্দেশ্য তালিবে ইলমের মাঝে বাস্তবায়নেরর জন্য আরবী সাহিত্যের কিতাব পাঠদানের ক্ষেত্রে কয়েকটি কাজ করা অপরিহার্য:

- মুফরাদাত আয়ত্ত করানো।
- تعبيرات و قوالب الجمل বুঝানো ও আয়ত্ত করানো।
- সুন্দর-সাবলীল অনুবাদ শেখানো।
- পঠিত বিষয়ের উপর প্রশ্নোত্তর করা।
- تحويل الجمل তথা বাক্য পরিবর্তন করে বলার ও লেখার তামরীন করানো।
- পঠিত বিষয়ের আলোকে নিজ থেকে প্রবন্ধ বা প্যারাগ্রাফ লিখে আনা।

এখন প্রতিটি বিষয় নিয়ে সংক্ষেপে কিছুটা ব্যাখ্যামূলক আলোচনা করা হবে।

▪ মুফরাদাত আয়ত্ত করানো।

সচেতনভাবেই এখানে 'শব্দার্থ মুখস্থ করানো' কথাটি এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। কারণ, শুধু শব্দের অর্থ মুখস্থ করানোর দ্বরা সাহিত্য চর্চার প্রথম উদ্দেশ্যটি কিছুটা বাস্তবায়িত হলেও দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটি কোনোভাবেই বাস্তবায়িত হবে না। যদি শব্দ শুধু মুখস্থ করা হয় তাহলে হয়তো কোনো লেখা বা কিতাব পড়তে গিয়ে উক্ত শব্দটি সামনে এলে অর্থ বুঝে আসবে। কিন্তু নিজে কিছু বলতে গেলে বা লিখতে গেলে ওই শব্দটি আসবে না। একারণেই দেখা যায়, অনেক আরবী সাহিত্যের অনেক কিতাবাদি পড়ে ফেলার পরও আরবী বলতে গেলে বা লিখতে গেলে শুরুর দিকে পড়া শব্দগুলোই শুধু যবানে বা কলমে আসে। এর একটিই কারণ, পড়ার সময় শব্দের অর্থ শুধু মুখস্থ করা হয়েছে, প্রায়োগিকভাবে আয়ত্ত করা হয়নি। তাই নিজের লেখায় বা বলায় পঠিত শব্দটি আসতে হলে, অর্থাৎ সময়মত শব্দটি যেহেনে ভেসে ওঠার জন্য উক্ত শব্দের শুধু বাংলা প্রতিশব্দই নয় বরং মূল আরবী শব্দটিই তার ***মর্ম তথা চিত্রকল্পসহ*** আয়ত্ত করতে হবে।

এর একইটিই উপায়। আর তা হলো, শব্দটির শুধু অর্থ মুখস্থ না করে শব্দটিকে বেশী থেকে বেশী নিজের ব্যবহারের অনুশীলন করা। তবে এর আগে অবশ্যই শব্দটির মূল অর্থ ভেঙ্গে বুঝিয়ে দিতে হবে।

যেমন ধরা যাক, আলক্বিরাআতুর রাশিদাহর ১ম খণ্ডের শুরুতে একটি শব্দ এলো, مُبكِّرًا । তো প্রথমেই শব্দটির অর্থ ও ব্যবহার পদ্ধতি এবং এ'রাবী অবস্থান ভেঙ্গে বুঝয়ে দিবো। যেমন এভাবে বলতে পারি:

শব্দটি কোন কাজ একদম শুরুর সময়ে করার অর্থে ব্যবহৃত হয়। বাংলায় এর বিভিন্ন তরজমা হতে পারে। যেমন: আগে আগে, অতি শীঘ্র, প্রত্যুষে, অতি ভোরে, খুব সকালে, সকাল সকাল ইত্যাদি।

শব্দটি পূর্ববর্তী ফেয়েলের ফায়েল থেকে হাল হয়, তাই ক্ষেত্র অনুযায়ী পরিবর্তন গ্রহণ করে। যেমন:

- استيقظت البنت مُبَكِّرةً.
- استيقظت النساء مُبَكِّراتٍ.
- عليكم أن تحضروا الدروسَ مُبَكِّرينَ أيها الطلاب!
- خرجنا للسفر في وقتٍ مُبكِّرٍ.
- انتهى الدرسُ مبكّراً

এভাবে কয়েকটি নমুনা শিক্ষক নিজ থেকে তুলে ধরার পর শব্দটি ব্যবহার করে আরবীতে ছাত্রদেরকে প্রশ্ন করবেন এবং ছাত্ররা পূর্ণ বাক্য বলে উত্তর দিবে। শুধু نعم কিংবা لا বলা যাবে না যেমন:

- هل استيقظمتم اليوم مبكرين؟ نعم، استيقظنا اليوم مبكرين.
- هل حضرتم الدرس مبكرين؟ نعم، حضرنا الدرسَ مبكرين.
- هل استيقظت أيها الطالب مبكرا؟ نعم يا أستاذي، استيقظت مبكِّرًا.
- أتحبون أن ينتهي درسكم مبكرا؟ لا، لا نحب أن ينتهي درسنا مبكرا.
- ما لي أراك ترجع اليوم إلى البيت مبكِّرا؟ أرجع إلى البيت مبكرا، لأن أمي مريضة، وأنا على عيادتها.

একইভাবে أستعد، أتغدى، أتعشى، ইত্যাদি শব্দগুলো নিয়েও তামরীন হতে পারে।

প্রতিদিনের সবকের শেষে ওই দিনের পঠিত নতুন শব্দগুলো দিয়ে ২/৩টি বাক্য তৈরী করে আনার কাজ দিতে হবে। এবং পরববর্তী দিন সবকে ছাত্রদের খাতা দেখতে হবে। (সংক্ষিপ্ত সময়ে খাতা দেখার পদ্ধতি নিয়ে সামনে আলোচনা করা হবে।) আর ওই শব্দগুলো নিজের লেখায় ও কথায় বেশী থেকে বেশী ব্যবহার করার ব্যাপারে ছাত্রদেরকে উৎসাহিত করতে হবে। উস্তাদ যদি নিজেও প্রতিদিন দরসের শুরুতে ওই শব্দগুলো ব্যবহার করে ছাত্রদের সাথে কথোপকথন করেন তাহলে আরো ভালো হয়।

- **قوالب الجمل ও تعبيرات বুঝানো ও আয়ত্ত করানো।**

এই অংশটি আজকের আলোচনার সবচে' গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

প্রথমে বুঝে নেই 'ক্বাওয়ালিবুল জুমাল' কী জিনিস? قوالب হলো, قالَب এর বহুবচন। এর অর্থ: ছাঁচ, কাঠামো, (ইটের) ফরমা। সুতরাং قوالب الجمل মানে হলো, বাক্যকাঠামো, অর্থাৎ বিভিন্ন শব্দের সমন্বিত রূপ। আরবী ভাষর প্রতিটি বাক্যই কোনো না কোনো قالَب الجملة এর মধ্যে পড়ে। এই قالَب الجملة কেই প্রমিত আরবীতে تراكيب الجملة/تركيب বলে। যদিও হিন্দুস্তানী পরিভাষায় আমরা তারকীব করা বলতে এ'রাব বর্ণণা করা বুঝাই। যাইহোক, মাওলনা সফিউল্লাহ ফুআদ সাহেব দা. বা. তাঁর রচিত আরবী ভাষা পাঠদান পদ্ধতি কিতাবে ক্বওয়ালিবুল জুমাল সম্পর্কে যথেষ্ট বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। .....

কিছু বাক্যকাঠামো আছে সরল। অর্থাৎ শব্দে শব্দে আরবীটি বুঝলেই সাবলীল বাংলা বুঝে এসে যায়। যেমন:

أنا تلميذ، راشد صديقي، هو في الغرفة، ذهبتُ إلى المسجد، لا أخرج من البيت، أكلتُ الفاكهةَ ইত্যাদি। আবার কিছু বাক্যকাঠামো আছে একটু জটিল, তবে সাহিত্যমানে উন্নত। যেমন:

ويحٌ لهذا الجسد الموكل به البلاءُ؛ الذي لا يزال في تصرف وتقلب، ولا يدوم له شيء، ولا يلبث معه أمر: كما لا يدوم للطالع من النجوم طلوع، ولا للآفل منها أفولٌ، لكن لا يزال الطالع منها آفلاً، والآفل طالعاً، (كليلة ودمنة)

هو أكثر شجاعة في الليل منه في النهار... ولا يتعرَّض له إلا إذا كان ضاريًا ... ومُعدَّل ما يعيش ... (القراءة الراشدة-٢)

فما لَبِثَ أن جاء بعجلٍ حنيذ.

এই ধরণের বাক্যকাঠামোগুলো যদিও একটু কঠিন, কিন্তু এর দ্বারা কথার ও লেখার মান বেড়ে যায়। তো এই ক্বাওয়ালিবুল জুমালকে যথাসম্ভব ব্যাকরণের জটিলতা এড়িয়ে বুঝিয়ে দিতে হবে। এরপর এগুলো দিয়েও কিছু বাক্য তামরীন করাতে হবে এবং ছাত্রদেরকে বাক্য লিখে আনতে বলতে হবে।

এখন **تعبير** নিয়ে কিছু আলোচনা। تعبير এর শাব্দিক অর্থ হলো, প্রকাশ করা, ব্যক্ত করা। কিন্তু আরবী সাহিত্যের আলোচনায় تعبير মানে হলো, مجموعة كلمات تُعَبِّر عن معنى خاص বিশেষ অর্থজ্ঞাপক কিছু শব্দসমষ্টি। যেমন:تركيب، تسبيح، تفسير। বাংলায় এটিকে বলে বাকভঙ্গি বা বাগধারা। এই تعبير দুই প্রকার: একটি হলো, تعبير حرفي তথা আক্ষরিক বাকভঙ্গি। অর্থাৎ যেই শব্দ উচ্চারণ করা হয় তার আক্ষরিক অর্থই উদ্দেশ্য হয়। এটিকে تعبير مباشرও বলা যায়। অল্প কিছু যায়গা ছাড়া এই প্রকারের তা'বীর ছাত্রদেরকে খুব একটা বুঝানোর প্রয়োজন হয় না। এই প্রকারের তা'বীরের কিছু উদাহরণ:

هو جائع، خالد مسرور، هذا الرجل يغتاب أخاه، سأشرح لك الأمر من البداية إلى النهاية.

تعبير আরেকটি প্রকার হলো, تعبير اصطلاحي অর্থাৎ এমন তা'বীর যেটিকে আহলুল লুগাহ আক্ষরিক অর্থের বাইরে গিয়ে বিশেষ কোন অর্থে ব্যবহার করার রীতি বা প্রচলন জারি করেছে। বাংলায় এটিকে বলে বাগধারা। প্রতিটি ভাষাতেই প্রচুর পরিমাণ বাগধরা আছে। এমনকি গ্রাম্য অশুদ্ধ ভাষায়ও প্রচুর পরিমাণ বাগধরা রয়েছে। আরবীর অতি পরিচিত কিছু تعبير اصطلاحي উল্লেখ করছি।

(١) ما شاء الله! سبحان الله.

(٢) أهلا وسهلا ومرحبا.

(٣) إلى اللقاء/ إلى لقاء قريب.

(٤) تشرفتُ بلقائك.

(٥) ألقى السمع.

(٦) قلَّب كفَّيه.

(٧) نأى بجانبه.

(٨) يده مغلولة، يده طويلة.

(৯) طار من الفرح.

(١٠) فرحٌ لا يوصف.

(١١) زدني إيضاحًا.

(١٢) هل من مزيد؟

(١٣) أطلق سراحه.

(١٤) لا تتبع خطوات الشيطان.

(١٥) ضاقت عليه الأرض بما رحبت.

(١٦) اصفر/ اسودَّ/ ابيضَّ وجهه

(١٧) احمرت عيناه.

(١٨) واسع الأذن.

(١٩) من نعومة أظفاره.

(٢٠) شدَّ إزاره.

تعبير اصطلاحي বুঝানোর ক্ষেত্রে প্রথমত শাব্দিক অর্থ ভেঙ্গে বুঝিয়ে দিতে হবে। দ্বিতীয়ত এর উদ্দিষ্ট অর্থ বুঝিয়ে দিতে হবে। তৃতীয়ত কোন কোনো ক্ষেত্রে শাব্দিক অর্থ ও উদ্দিষ্ট অর্থের মাঝে সম্পর্ক কী এটিও বুঝিয়ে দিতে হবে।
অতপর এগুলোর উপর কিছু তামরীন করাতে হবে। সেইসাথে বাক্য লিখে আনার কাজও দিতে হবে।

খাতা দেখার পদ্ধতি:

উপরোক্ত সবগুলো ক্ষেত্রে খাতা দেখার নিয়ম হলো, উস্তাদ দরসে যাওয়ার আগেই ছাত্ররা সকল খাতা টেবিলে জমা করে রাখবে। উস্তাদ গিয়ে তিনচারটি খাতা মনোযোগ দিয়ে দেখবেন এবং সমস্যাগুলো সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে সংশোধন করে দিবেন। আর বাকী খাতাগুলো একনজর করে দেখবেন, পূর্ণাঙ্গ লিখেছে কিনা? লিখলে লাল কালি দিয়ে টিক চিহ্ন দিয়ে দিবেন। আর খেয়াল রাখতে হবে, ছাত্রসংখ্যা ও খাতার সংখ্যা ঠিক আছে কিনা? যারা লিখবে না তাদেরকে মুনাসিব শাস্তি দিতে হবে।

- **সুন্দর-সাবলীল তরজমা শেখানো**

তরজমা ছাত্রদেরকে দিয়ে করানোই উত্তম। তবে উস্তাদ উচ্চ ও স্পষ্ট আওয়াজে পুরো এবারতের সুন্দর-সাবলীল অনুবাদ বলে দিবেন। ছাত্ররা তা খাতায় লিখে নিবে। (কিতাবে কোনোভাবেই না)। এরপর দিন উস্তাদ কিছু কিছু অংশ করে একাধিক ছাত্রের কাছ থেকে শুনবেন।

- **প্রশ্নোত্তর করা।**

ভাষা ও সাহিত্য শেখার কিতাবে পঠিত বিষয়ের উপর প্রশ্নোত্তর করার মূল উদ্দেশ্য বিষয়বস্তু আয়ত্ত করানো নয় বরং শিক্ষার্থীকে আরবীতে ভাবতে ও প্রশ্নের উত্তর দিতে অভ্যস্ত করানোর জন্য। তাই খুব গভীর চিন্তামূলক প্রশ্ন না করে বিষয়বস্তুর ভিতরে থেকে উস্তাদ বিভিন্ন প্রশ্ন করবেন শিক্ষার্থীরা মুখে মুখে উত্তর দিবে। কখনো পুরো জামাতকে প্রশ্ন করবেন কখনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে প্রশ্ন করবেন। না পারলে নিজে বলে না দিয়ে যেকোনো কৌশলে বলানোর চেষ্টা করবেন।

- **تحويل الجمل তথা বাক্য পরিবর্তন করে বলার ও লেখার তামরীন করানো।**

এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আদীব হুযূর দা. বা. আমাদের ক্বাসাসুন নাবিয়্যীন দরসে এর খুব গুরুত্ব দিতেন। ইনশা ও লেখালিখর যোগ্যতা অর্জন করার জন্য এর বিকল্প নেই। এর পদ্ধতি হলো, একটি বাক্য নিয়ে ঘুরিয়েফিরিয়ে বিভিন্ন পরিবর্তন করে বলা। কখনো সম্প্রসারণ করা আবার কখনো সংকোচন করা। আদীব হুযূর দা. বা. এর তা'লীককৃত ক্বাসাসুন নাবিয়্যীন-এর সকল খণ্ডে এর প্রচুর নমুনা রয়েছে। তবে পরিবর্তনের দিকগুলো বিস্তারিত ভেঙ্গে ভেঙ্গে না বলে এবং ব্যাকরণগত আলোচনায় না গিয়ে শুধু পরিবর্তনটুকু দেখালে ছাত্রদের বুঝতে সহজ হয় এবং ছাত্ররা এতে আনন্দও পায়। (নমুনা দেখানো হবে)

- **পঠিত বিষয়ের আলোকে নিজ থেকে প্রবন্ধ বা প্যারাগ্রাফ লিখে আনা।**

আরবী সাহিত্যের কিতাবাদি অধ্যয়ন করার উদ্দেশ্য শুধু এটাই নয় যে, কিছু শব্দ ও বাক্য আয়ত্ত করা হলো। বরং পঠিত আরবীর মানে নিজ থেকেও আরবীতে কিছু লিখতে ও বলতে পারা এর অন্যতম উদ্দেশ্য। এর জন্য পঠিত আরবীর আলোকে নিজ থেকে প্রবন্ধ বা প্যারাগ্রাফ লেখার অনুশীলন করতে হবে। অন্যথায় দেখা যাবে, অনেক কিতাব পড়ার পরও আরবীতে নিজ থেকে কিছু বলতে বা লিখতে গেলে সেই প্রথম দিকের আরবীগুলোই আসে, আরবী সাহিত্যের উন্নত কিতাবাদি পড়ার বিশেষ কোন প্রতিফলন দেখা যায় না।

কিছু জরুরী পরামর্শঃ

(১) আরবী শব্দ ও বাক্য বুঝানোর ক্ষেত্রে, শেখানোর ক্ষেত্রে যত বেশী সম্ভব কুরআন থেকে উদাহরণ দেয়া। অর্থাৎ আরবী ভাষা শেখার শুরুতেই কুরআনের সাথে তালিবে ইলমের সম্পর্ক গড়ে দেয়া। (...)

(২) উপরে যতগুলো পদ্ধতি বলা হলে শিক্ষক নিজে যদি এই পদ্ধতিতে মেহনত না করে থাকেন তাহলে তার জন্য ছাত্রদেরকে দিয়ে মেহনত করানো জটিল হয়ে যাবে। তাই আমাদেরও উচিত সাধ্য অনুযায়ী এ জাতীয় কিছু মেহনত করা।

(৩) উস্তাযের মুত'আলার পরিমাণ যদি পাঠদানকৃত কিতাবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে তাহলে দরস খুব একটা শানদার হবে না। তাই আরবী ভাষা ও সাহিত্যের উস্তাযের উচিত বেশী থেকে বেশী আরবী কিতাবাদি মুতালা'আ করা।

(৪) শিক্ষক হিসেবে আমাদের দায়িত্ব; ছাত্রদেরকে শুধু শেখানো নয়, শিখতে শেখানো, শুধু পড়ানো নয়; পড়তে শেখানো। অর্থাৎ শেখা ও পড়ানোর মৌলিক দক্ষতা অর্জন করে দেয়া এবং কী বিষয়ে কী পড়তে হবে? কীভাবে পড়তে হবে? কখন কতটুকু পড়তে হবে? এই সব বিষয়ে পূর্ণ রাহনুমায়ী করা। আরবী সাহিত্যের কিতাব পড়ানোর সময়ও তাদের স্তর অনুযায়ী পড়ার মত আর কী কী কিতাব হতে পারে সেগুলোর সাথেও তাদেরকে পরিচয় করিয়ে দেয়া। পড়তে উৎসাহিত করা। আর উৎসাহিত করার সবচে' সুন্দর পদ্ধতি হলো, উস্তায নিজে ঐ সকল কিতাব মুতালা'আ করা এবং সেগুলোর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ চুম্বুকাংশ ছাত্রদের সামনে তুলে ধরা। এর দ্বারা ছাত্ররা পড়ার প্রতি যেমন উৎসাহিত হবে তেমনি উস্তায সম্পর্কেও তাদের ইতিবাচক ধারণা ও অনুভূতি সৃষ্টি হবে।

وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.

إعداد: أمير حمزة أمين